তারিখ ... 14 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৩... ......

যুগান্তর

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে অধ্যক্ষের ভর্তি বাণিজ্য : শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ক্ষোভ

আগৈলঝাড়া প্রতিনিধি

ভর্তির ফলাফল ঘোষণার পূর্বেই শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ পাওয়া গেছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীন ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা (বিএম) শাখায় ৭২ শিক্ষার্থীর নিকট থেকে বিনা রশিদে ভর্তি বাবদ প্রায় ২ লাখ টাকা উত্তোলন করেছেন তারা। উপজেলা সদরের শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজে প্রতি বছর একাদশ শ্রেণীতে অনলাইনে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় শিক্ষার্থীরা। এ বছর কলেজ অধ্যক্ষ এসএম হেমায়েত উদ্দিন ও বিএম শাখার বিভাগীয় প্রধান অধ্যক্ষের স্ত্রী সাফিনা হাসিন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর ৭২ শিক্ষার্থীকে ভর্তির নিশ্চয়তা দিয়ে তাদের নিকট থেকে বোর্ড ফি বাবদ ২১০০ টাকা এবং কলেজে ভর্তি ফি বাবদ ৩৭০ টাকাসহ মোট ২ হাজার ৪৭০ টাকা করে ১ লাখ ৭৭ হাজার ৮৪০ টাকা বিনা রশিদে রেখে দেন অধ্যক্ষের স্ত্রী সাফিনা হাসিন। এরপর শিক্ষক দম্পতি ওই ৭২ শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের পছন্দে শুধুমাত্র ওই কলেজের নাম দিয়ে এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করেন। এতে ওই ৭২ শিক্ষার্থীই আবদুর রব সেরনিয়াবাত ডিগ্রি কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে। এ কাজটি করেন অধ্যক্ষের আজ্ঞাবহ কয়েকজন প্রভাষক। তারা আগৈলঝাড়ার কম্পিউটার সেন্টার থেকে পরপর ৭২ শিক্ষার্থীর এসএমএস পাঠান। সেখানে পছন্দের তালিকায় একটি কলেজই প্রাধান্য পায়। প্রতিটি এসএমএস বাবদ তারা ২২০ টাকা করে ১৫ হাজার ৮৪০ টাকা প্রদান করেন। এদিকে টাকা জমা দেয়ার পর শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা রশিদের জন্য একাধিকবার কলেজে গেলেও পরে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন অধ্যক্ষ। শিক্ষার্থী ভর্তির ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশের আগে শিক্ষা বোর্ড ছাড়া কোনো কলেজ অধ্যক্ষ তার কলেজে কতজন শিক্ষার্থী আবেদন করেছে তা জানার কথা না। কিন্তু আবদুর রব সেরনিয়াবাত কলেজ অধ্যক্ষ হেমায়েত উদ্দিন ৭২ শিক্ষার্থীর আবেদনের বিষয়টি স্বীকার করে জানান, ভর্তির জন্য টাকা রাখা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ সুযোগ না পেলে টাকা ফেরত দেয়া হবে। এদিকে আরও অন্তত ১৫ জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ওই পরিমাণ টাকা নিলেও আবেদনের শেষ দিন তারা আবেদন করতে পারেনি। তাদের বলা হয়েছে, বোর্ড সময় বাড়ালে তাদের ভর্তি হবে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই কলেজের বিএম শাখার একাধিক প্রভাষক জানান, অধ্যক্ষ ক্ষমতাসীন দলের নেতা হওয়ার সুবাদে হাবিবপুর থেকে তার স্ত্রীকে ওই কলেজে যোগদান করান। সিনিয়র শিক্ষকদের অগ্রাহ্য করে সাফিনা হাসিনকে কলেজের বিএম শাখার বিভাগীয় প্রধানও করা হয়। অধ্যক্ষ হেমায়েত উদ্দিন বলেন, ভর্তির ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করব না। স্ত্রী হাসিনা সাফিনের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

আগৈলঝাড়ার শহীদ আবদুর রব ডিগ্রি কলেজ